بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ৩০শে জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মহানবী (সা.)-এর খোদাপ্রেম ও খোদার স্মরণে বিমগ্ন থাকার কতিপয় ঘটনা ও রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর খোদাপ্রেমের অগণিত ঘটনা রয়েছে, বরং তাঁর প্রতিটি কর্ম ও কথা এ বিষয়টিই সাব্যস্ত করে যে, তাঁর হৃদয় সর্বদা খোদার প্রেমে বিভোর থাকত। যেমন উহুদের যুদ্ধের একটি দৃশ্যপট যেখানে মহানবী (সা.) কয়েকজন তিরন্দাজ সাহাবী (রা.)-কে একটি গিরিপথে নিযুক্ত করেন এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.)-কে তাদের নেতা নিযুক্ত করে বলেন, **জয় বা পরাজয় কোনো পরিস্থিতিতেই তোমরা এই স্থান ত্যাগ করবে না।** কিন্তু শত্রুরা প্রথমবার যখন পরাস্ত হয়ে পিছু হটে তখন আব্দুল্লাহ্ (রা.)-র নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও কয়েকজন সাহাবী সেখান থেকে সরে গিয়ে মালে গনিমত সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন যার ফলে আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের ওপর অসন্তুষ্ট হন আর এ সুযোগে কাফিররা পুনরায় ফেরত এসে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে। এর ফলে মুসলমানরা কোণঠাসা হয়ে পড়ে এবং বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরবর্তীতে মহানবী (সা.) তাঁর সাথিদের সাথে নিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে একটি স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সে সময় আবু সুফিয়ান মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠে, আমরা মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করেছি, আমরা আবু বকরকে হত্যা করেছি, আমরা উমরকে হত্যা করেছি। সাহাবীগণ (রা.)-এর উত্তর দিতে চাচ্ছিলেন কিন্তু মহানবী (সা.) তাদেরকে নীরব থাকতে বলেন, যাতে কাফিররা মুসলমানদের এরূপ স্পর্শকাতর সময়ে পুনরায় আক্রমণ করে না বসে। তবে আবু সুফিয়ান যখন এ কথা বলে যে, হুবলের জয় হোক! তখন মহানবী (সা.) ব্যাকুল ও অস্থির হয়ে উঠেন আর সাহাবীদের বলেন, **তোমরা উত্তর দিচ্ছ না কেন?** তারা (রা.) বলেন, আমরা কী উত্তর দেব? তিনি (সা.) বলেন, **তোমরা বলো- আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহাপরাক্রমশালী।** এরপর আবু সুফিয়ান বলে, আমাদের উযযা আছে কিন্তু তোমাদের উযযা নাই। তখন তিনি (সা.) বলেন, **তোমরা উত্তর দাও- আল্লাহ্ আমাদের সাহায্যকারী আর তোমাদের কোনো সাহায্যকারী নাই।** এ ঘটনার মাধ্যমে খোদা তা'লার প্রতি তাঁর (সা.) গভীর আত্মাভিমান ও ভালোবাসার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। যাহোক, এমন উত্তর শুনে কাফিররা আশাহত হয় এবং এর এমন গভীর প্রভাব পড়ে যে, তারা সাময়িক বিজয়ে সন্তুষ্ট থেকেই সেখান থেকে ফেরত চলে যায়।

মহানবী (সা.) শির্ককে কোনোভাবেই প্রশ্রয় দিতেন না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) একবার মহানবী (সা.)-কে একটি কথা জিজ্ঞেস করে বলেন, **যা আল্লাহ্ চান এবং আপনি চান।** তিনি (সা.) একথা শুনে বলেন, **তুমি কী আমাকে আল্লাহ্র অংশীদার সাব্যস্ত করছ? এভাবে কথা বলো না বরং শুধু এটি বলো যে, যা আল্লাহ্ চান।** এছাড়া মহানবী (সা.) কবরপূজার বিষয়ে শঙ্কিত থাকতেন। হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) মৃত্যু-পূববর্তী মুহূর্তেও তাঁর উম্মতকে সাবধান করে বলেছেন, **আল্লাহ্র অভিসম্পাত ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের প্রতি, যারা নিজেদের নবীদের কবরকে সিজদার স্থান বানিয়েছে।** তিনি যদি একথা না বলতেন, হয়ত তাঁর কবরকেও এরূপ সিজদার স্থান বানানো হতো, কিন্তু তাঁর কবরকে আবদ্ধ রাখা হয়েছে। [হুযূর (আই.) বলেন, কমপক্ষে সৌদি প্রশাসন মহানবী (সা.)-এর সমাধিকে শির্ক থেকে মুক্ত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে]

এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, মুশরিকরা মহানবী (সা.)-কে বলেন, আপনি আপনার প্রভুর বংশধারা বর্ণনা করুন। তখন তিনি (সা.) সূরা ইখলাস পাঠ করেন যার অর্থ হলো, **আল্লাহ্**

এক ও অদ্বিতীয়, তিনি অমুখাপেক্ষী ও স্বনির্ভরস্থল। যিনি কাউকে জন্মও দেন নি আর তাকেও কেউ জন্ম দেয় নি। কোনো বস্তু বা প্রাণী সৃষ্টি হলে সেটি আবশ্যিকভাবে মারা যাবে আর যে মারা যাবে তার উত্তরাধিকারী থাকবে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা মৃত্যুবরণ করবেন না আর তাঁর কোনো উত্তরাধিকারীও নেই। তাঁর কোনো অংশীদার বা সমকক্ষও নাই।

মহানবী (সা.) সকল পরিস্থিতিতে খোদার একত্ববাদের কথা উল্লেখ করতেন। হযরত যায়েদ বিন খালেদ যুহনী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) হুদায়বিয়ার যে রাতে বৃষ্টি হয় সেদিন ফজরের নামায পড়ার পর লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, **তোমরা কি জানো, আল্লাহ্ কী বলেছেন? তিনি বলেন, আমার বান্দাদের মাঝে কিছু লোক আমার প্রতি ঈমান আনা অবস্থায় আর কিছু লোক অস্বীকার করা অবস্থায় প্রভাতে পদার্পণ করেছে। অর্থাৎ, যারা এ কথা বলেছে যে, আমাদের ওপর আল্লাহ্‌র কৃপায় বৃষ্টি হয়েছে তারা ঈমান আনয়নকারী। আর যারা এ কথা বলেছে যে, তারকা ও নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে তারা অস্বীকারকারী।** হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, এক লোক মহানবী (সা.)-এর সমীপে এসে বলে, **হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! জান্নাত ও জাহান্নাম নির্ধারণকারী দু'টি আবশ্যকীয় বিষয় কী কী?**

তিনি (সা.) বলেন, **যে শির্‌কমুক্ত অবস্থায় মারা যাবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে শির্‌কে লিপ্ত অবস্থায় মারা যাবে সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।** তিনি (সা.) আরেক স্থানে বলেন, **তোমাদের বিষয়ে আমার সবচেয়ে বেশি ভয় হলো, নিম্ন স্তরের শির্‌ক।** সাহাবীগণ (রা.) জিজ্ঞেস করেন, নিম্ন স্তরের শির্‌ক কী? তিনি (সা.) বলেন, **লৌকিকতা প্রদর্শন।** অতএব, আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত, কেননা কোনো উসিলাই পরজগতে আমাদের কোনো কাজে আসবে না। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বদরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে **হাররাতুল ওয়াবরায়** পৌঁছেন তখন এক ব্যক্তি এসে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে এবং যুদ্ধে যোগদানের অনুমতি প্রার্থনা করে। সাহাবীরা তাকে দেখে আনন্দিত হন, কেননা সে একজন বীর যোদ্ধা ছিল। মহানবী (সা.) বলেন, তুমি কি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান এনেছ? সে বলে, না। তখন তিনি (সা.) বলেন, তাহলে তুমি ফিরে যাও। এরপর যুল হুলায়ফাতে পুনরায় সে মহানবী (সা.)-এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে। তিনি (সা.) তাকে একই প্রশ্ন করেন আর সেও না-বোধক উত্তর দেয়। তিনি (সা.) পুনরায় তাকে ফেরত যেতে বলেন। তৃতীয়বার **বায়দা** নামক স্থানে এসে সে আবার মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে এবং বলে, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। তখন তিনি (সা.) তাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান করেন।

মহানবী (সা.) সর্বদা যিকরে এলাহী বা খোদার স্মরণে রত থাকতেন। তিনি (সা.) বলেন, **চারটি বাক্য সমস্ত কথার মাঝে উত্তম। যদি এগুলোর মাধ্যমে তুমি কাজ শুরু করো তাহলে তা সর্বোত্তম এবং কল্যাণকর হবে। সেগুলো হলো, সুবহানাল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ্, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আল্লাহু আকবর।** হুযূর (আই.) বলেন, তাই এ বাক্যগুলো সর্বদা স্মরণ রাখুন, যদি এগুলোকে রপ্ত করতে পারেন তাহলে কল্যাণই কল্যাণ। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন বুসর (রা.) একবার বলেন, **হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! ইসলামের এত কিছু করার অর্থাৎ, এত এত আমল বা পুণ্য করা আমার জন্য কষ্টকর। তাই আমাকে কোনো একটি আমল বলুন যা আমি সহজে করতে পারি।** তিনি (সা.) বলেন, **তোমার জিহ্বা সর্বদা খোদার স্মরণে সিক্ত রাখো।** হযরত জাবের (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তিনি (সা.) বলেন, **সর্বশ্রেষ্ঠ যিকর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ আর সর্বশ্রেষ্ঠ দোয়া হলো, আলহামদুলিল্লাহ্।**

মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনস্বরূপ বলেন, একবার আমার কাছে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে উপস্থাপন করা হয় যে, আমার জন্য বাতহা উপত্যকা অর্থাৎ, মক্কাকে

স্বর্ণখচিত করে দেয়া হবে। তখন আমি বলি, **হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমি চাই একদিন পেট ভরে খেতে আর একদিন ক্ষুধার্ত থাকতে। যখন ক্ষুধার্ত থাকব তখন তোমার দরবারে আকুতি-মিনতি করব আর যখন পেট ভরে খাবো তখন তোমার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করব।** হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে অঢেল দিয়েছিলেন, কিন্তু খোদার ভালোবাসায় তিনি এভাবে দারিদ্রের মাঝে জীবন কাটিয়েছেন। হযরত আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন, **তিনি (সা.) যখন কোনো আনন্দের কথা শুনতেন তিনি তাৎক্ষণিকভাবে আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতায় সেজদাবনত হতেন।** হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) কখনো মৃত্যুর কথা ভুলে যেতেন না আর খোদার ভয়ে তিনি এতটাই ত্রস্ত থাকতেন যে, প্রতিদিন এটি ভেবে ঘুমাতে যেতেন যে, হয়ত আজই আমি মারা যাবো আর আজই খোদার সামনে উপস্থিত হতে হবে, এ কারণে তিনি সর্বদা মুসাফিরের ন্যায় জীবনযাপন করতেন।

হযরত হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর অভ্যাস ছিল, যখনই তিনি বিছানায় ঘুমাতে যেতেন ডান কাত হয়ে শুতেন এবং নিজের চিবুকের নিচে হাত রাখতেন আর বলতেন, **হে আমার প্রভু! আমার মরণ এবং জীবন তোমারই নামে সোর্পদ করছি** আর যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন তখন বলতেন, **আমার প্রভুর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন আর আমাদের তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।** এ ঘটনা থেকে বুঝা যায়, তিনি প্রতি রাতে শোয়ার সময় নিজের হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে ঘুমাতে যেতেন আর ঘুম থেকে জেগে খোদার প্রশংসা করতেন।

মহানবী (সা.) আরও বলেন, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল হলো, **তোমার জিহ্বা তাঁর স্মরণে সিক্ত অবস্থায় তোমার মৃত্যুবরণ করা।** হযরত আবু দারদা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, **আমি কী তোমাদের এমন কোনো কাজ বলব না যা সর্বাধিক উত্তম, তোমাদের প্রভুর নিকট সর্বাধিক পবিত্র ও তোমাদের মর্যাদা উন্নীতকারী এবং তোমাদের জন্য স্বর্ণ বা রৌপ্য খরচের তুলনায় অধিক কল্যাণকর আর শত্রুদের সাথে লড়াইয়ের চেয়ে অধিক শ্রেয়।** সাহাবীরা বলেন, অবশ্যই বলুন। তিনি (সা.) বলেন, **তা হলো আল্লাহ্ তা'লার যিক্‌র বা তাঁর স্মরণ।** তিনি (সা.) বলেন, **আল্লাহ্‌র স্মরণের চেয়ে তোমাদের মুক্তির জন্য বড়ো আর কিছু নেই।** তিনি (সা.) বলেন, **সুবহানাল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ্, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আল্লাহু আকবর পাঠ আমার সবচেয়ে প্রিয়।**

যখন মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে তখন তিনি (সা.) তাঁর সামনে রাখা একটি পানির পাত্রে হাত রেখে মুখে হাত বুলাতেন আর বলতেন **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্**। তিনি শেষ পর্যন্ত একথা বলতে বলতে প্রিয় প্রভুর সাথে মিলিত হন যে, **আল্লাহুম্মা বির রাফিকীল আলা।** হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **মহানবী (সা.)-কে খোদা তা'লা শেষ সময় এ অধিকার দিয়েছিলেন, অর্থাৎ যদি তুমি চাও তাহলে আমার কাছে আসতে পারো আবার চাইলে আরও কিছুদিন পৃথিবীতে থাকতে পারো। কিন্তু তিনি (সা.) খোদার কাছে যাওয়াকেই অধিক পছন্দ করেন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।**

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)